॥ ২২ ॥ অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Illusion)

প্রত্যক্ষের শুদ্ধতা নির্ভর করে সংবেদনের শুদ্ধ ব্যাখ্যা করার উপর। সংবেদনই প্রত্যক্ষের উপাদান। সংবেদনকে যথাযথ ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু সংবেদনকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করলে প্রত্যক্ষ ভুল হয়ে যায়। যাকে 'অধ্যাস' বলা হয় তা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। সংবেদনের যথাযথ ব্যাখ্যা না হলে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হতে বাধ্য। প্রত্যক্ষ-প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান মনোভাবের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যা ভুলভাবে করা হলেই প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হয়ে যায়। রজ্জুকে সর্পভ্রম অধ্যাস বা ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের একটি সুবিদিত উদাহরণ।

অধ্যাসের স্বরূপ

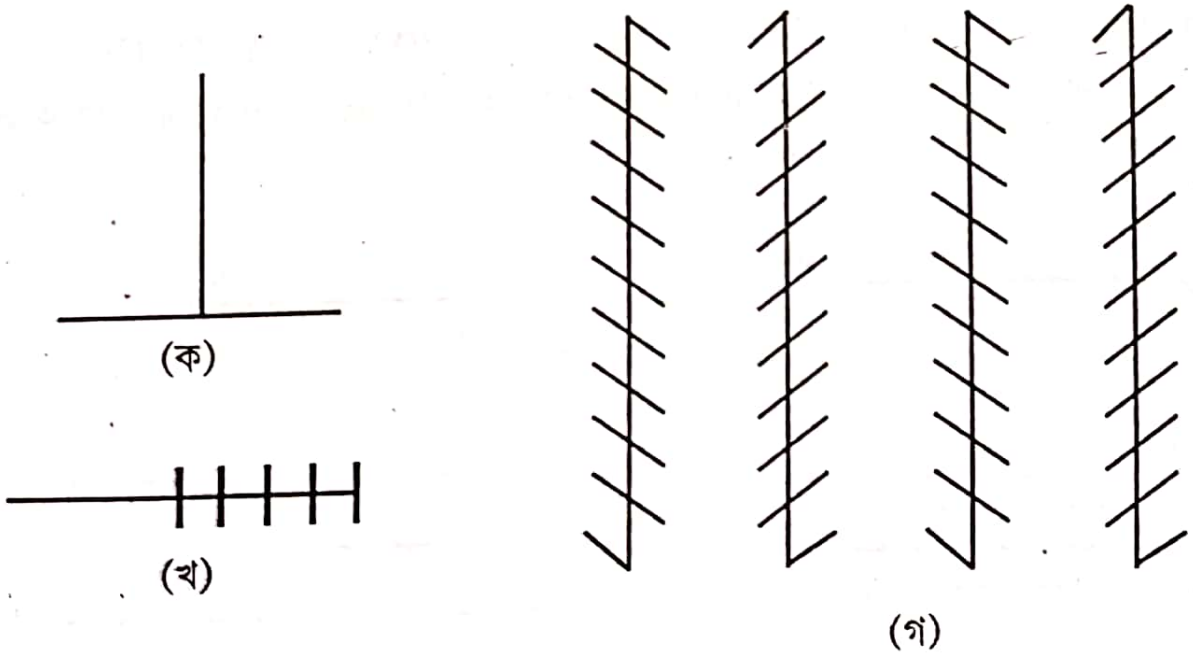

১৯নং চিত্র

ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের বস্তুগত ভিত্তি আছে। ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার উপযুক্ত উদ্দীপক থাকে। কিন্তু শুদ্ধ-প্রত্যক্ষে ও ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের মধ্যে তফাৎ হল এই যে, ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষে উদ্দীপকটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থকে। তদানীন্তন মানসিক অবস্থাই এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যার জন্য দায়ী। সুতরাং, অধ্যাসের একটি

অধ্যাসের সংজ্ঞা

Scanned by CamScanner

মানসিক দিক আছে। আমরা তাই বলতে পারি, বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপকের অপব্যাখ্যার ফলেই অধ্যাস বা ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়।

অধ্যাস ব্যক্তিগত (individual) কিংবা সর্বজনীন (universal) হতে পারে। জ্যোৎস্নালোকে অদূরবর্তী আলোকস্তম্ভকে ভূত বলে প্রত্যক্ষ করা ব্যক্তিগত অধ্যাসের উদাহরণ। এরকম অধ্যাস সকলের ক্ষেত্রে না হতেও পারে। অপরপক্ষে চলন্ত রেলগাড়িতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে সকলেরই মনে হয় যেন আশেপাশের গাছপালা দ্রুতগতিতে বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। এটি হল সর্বজনীন অধ্যাস। অর্থাৎ এ অধ্যাস সকলের ক্ষেত্রেই হয়।

ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন অধ্যাস

Scanned by CamScanner

॥ ২৩ ॥ অমূল প্রত্যক্ষ (Hallucination) :

বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষের কোন বস্তু নেই অথচ সেখানে বস্তু প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে—এ রকম ব্যাপারকেই 'অমূল প্রত্যক্ষ' বলা হয়। অমূল-প্রত্যক্ষের কোন বস্তুগত ভিত্তি

Scanned by CamScanner

নেই। স্বাভাবিক মানুষের বেলায় সাধারণতঃ যে ধরনের অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে তা শ্রবণেন্দ্রিয় কিংবা দর্শনেন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে। যেমন—আমার নাম ধরে কেউই ডাকেনি কিংবা ওই রকম শব্দ ঘরের অন্য কেউই শোনেনি, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনলাম আমার নাম ধরে কেউ ডাকলো। এ ঘটনা হল অমূল প্রত্যক্ষ। আবার, কোন মৃত আত্মীয়কে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখাও অমূল-প্রত্যক্ষের উদাহরণ।

অমূল প্রত্যক্ষ কি

অমূল-প্রত্যক্ষ কোন বহির্জাগতিক উদ্দীপকের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। হত্যাকারী যখন নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পায় তখন প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন বাস্তব উদ্দীপক বা বিষয়বস্তু নেই। মনোবিদ ম্যাক্‌ডুগল (McDougall) বলেন, "যেখানে আদৌ কোন বস্তু নেই, সেখানে উক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করার নামই অমূল প্রত্যক্ষ। আরও নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষের অগোচর বিষয়কে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার নাম অমূল প্রত্যক্ষ।"[৩]

অমূল প্রত্যক্ষের কোন বাস্তব উদ্দীপক থাকে না

অমূল প্রত্যক্ষের কারণ ঃ যারা উন্মাদরোগে ভুগছে কিংবা যাদের কোন মানসিক বৈকল্য আছে, তাদের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে। ভয় কিংবা আবেগীয় দ্বন্দ্বের ফলে অমূল-প্রত্যক্ষ ঘটতে পারে। কোন বিষয় সম্পর্কে গভীর ইচ্ছা বা আশা পোষণ করলে সেই বিষয় আশানুরূপভাবে ঘটেছে, এমন অভিজ্ঞতা হতে পারে। আবার, ইন্দ্রিয়গুলি এবং গুরুমস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কিংবা মাদক দ্রব্য সেবনের দরুন মানসিক বিষঙ্গের (dissociation) ফলেও অমূল প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা হতে পারে। সংবেদনজনিত অভিভাবনের (hypnotic suggestion) ফলেও স্বাভাবিক ব্যক্তি অমূল প্রত্যক্ষ করতে পারে। ফ্রয়েড (Freud)-এর মতে নির্জ্ঞান বাসনার দরুনই অমূল প্রত্যক্ষ হয়। কোন ব্যক্তির জীবনে অমূল-প্রত্যক্ষের বাড়াবাড়ি হলে তার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয়।

অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষ ঃ অধ্যাস বা ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ এবং অমূল প্রত্যক্ষ—উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনার প্রভাবে ভ্রম হয়। অধ্যাসের বেলায় একটি বস্তুগত ভিত্তি থাকে, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই। অমূল প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective)। অমূল প্রত্যক্ষে কোন প্রকৃত উদ্দীপক থাকে না, কল্পনাকেই প্রত্যক্ষ বলে ভ্রম করা হয়। কিন্তু অধ্যাসের ক্ষেত্রে বাহ্য উদ্দীপক ও তার দরুন সংবেদন থাকে ; তবে এই সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যা না করে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক স্বাভাবিক ব্যক্তিরই অধ্যাস বা ভ্রান্ত

৩। "Hallucinaation is secing things that are not there, or, in more techincal terms, to hallucinate is to think of remote objects with sensory vividness."
—*McDougall : Outline of Abnormal Psychology.*

Scanned by CamScanner

প্রত্যক্ষ হয়। কোন না কোন সময় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের শিকার হয়নি এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু অমূল-প্রত্যক্ষ কারও কারও ক্ষেত্রে ঘটে থাকে ; সকলেরই অমূল প্রত্যক্ষ হয় না। উন্মাদ ব্যক্তিরাই বেশি করে অমূল-প্রত্যক্ষ করে থাকে।

॥ ২৪ ॥ প্রত্যক্ষ, মনোযোগ এবং পর্যবেক্ষণ (Perception, Attention and Observation) ঃ

প্রত্যক্ষকরণের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যক্ষ করার অর্থ হলো কোন বস্তুকে সংবেদনের সাহায্যে জানা বা বোঝা; মনোযোগ বলতে বোঝায় কোন বস্তুকে চেতনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে নিয়ে আসা। মনোযোগের সাথে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করাকে পর্যবেক্ষণ বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানে এরূপ প্রত্যক্ষেরই প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner